চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

বর্জ্য পৃথকীকরণ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে মেয়র
উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ করা হলে
পরিবেশ বান্ধব নগর গড়া সম্ভব হবে

বর্জ্য পৃথকীকরণ কার্যক্রম ও থ্রি আর সচেতনতা বিষয় র‍্যালী উদ্বোধন করতে গিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান বিশে^ বর্জ্য অপসারনের ক্ষেত্রে পরিবেশের নিরাপত্তা ও বায়ু দূষণের বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে থ্রি আর বা রিসাইকেল, রি-ডিউস ও রি-ইউস এ তিন পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনি বলেন, নগরীতে সাধারণ বর্জ্যরে পাশাপাশি মেডিক্যাল বর্জ্যরে ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সংক্রমনজনিত বর্জ্যরে পরিমান বৃদ্ধি নগরবাসীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নগরবাসীর ¯^াস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতামূলক লিফলেট, পোষ্টার, মাইকিং, সভা-সমাবেশ ও র‍্যালীর আয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জাইকা কর্তৃক বর্জ্য পৃথকীকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য র‍্যালীর আয়োজন একটি ভাল উদ্যোগ। এর মাধ্যমে জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং গৃহস্থালিতে কঠিন-তরল-রিসাইকেল যোগ্য বর্জ্য আলাদা করতে উদ্ভুদ্ধ হবেন। ফলে বর্জ্য সংগ্রহ ও পৃথকীকরনে কোন সমস্যা হবে না। তিনি আরো বলেন, বর্জ্য অপসারন ও বর্জ্যকে শক্তিতে পরিণত করতে জাইকা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যতে দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়ে তোলার সম্ভবনা উম্মোচিত হবে। আজ মঙ্গলবার সকালে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ৩নং রোডে জাইকার বর্জ্য পৃথকীকরণ ও থ্রি আর সচেতনতা বিষয়ক র‍্যালীর উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

এতে ¯^াগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, জাইকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের টিম লিডার মাসাহিরো সাইতো। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মো. মোরশেদ আলম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসী, রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান এহসানুল হক চৌধুরী বাবুল, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির সহসভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম, আলহাজ¦ মো. ইদ্রিস, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর পারভেজ, মো. মাকসুদুর রহমান, মোহাম্মদ সাজ্জাদ প্রমুখ।

মেয়র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান ও নগরবাসীকে এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে দুষণমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব নগরী গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আহŸান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেন, সিটি কর্পোরেশন মূলত সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দেশী-বিদেশী সংস্থার সহায়তা নিয়ে নগরীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। চসিকের অনেক উন্নয়ন প্রকল্প জাইকা বাস্তবায়ন করেছে যার সুফল নগরবাসী ইতোমধ্যে পেয়েছে আশ করি সামনে আরো ভাল ফল পাবে।

জাইকার টিম লিডার মাসাহিরো সাইতো বলেন, উৎস থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আমরা যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি এর সুফল নগরবাসী পাবে। তিনি বলেন, মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহে পরিবহন, পৃথকীকরণ ও ইন্সেনেরেটরের মাধ্যমে বর্জ্য ভীস্মভূত করণের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

কাউন্সিলর মো. মোরশেদ আলম নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিসহ অন্যান্য সোসাইটিতেও দুই রংয়ের দুইটি বিন সরবরাহ করতে পারলে বর্জ্য সংগ্রহে পৃথকীকরণ করা সহজ হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক
বিজয় দিবস ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
উদযাপন অনুষ্ঠানে মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বিজয়ের অনুভূতি সব সময় আনন্দের। তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর বিজয়ের আনন্দ থেকে বাঙালি জাতি ব্যথিত হয়েছে। ইতিহাসের টাকা আবার পিছনের দিকে ধাবিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হয়ে সেই দৈন্যতা ঘুচিয়েছে। নতুন প্রজন্ম আবার স্বাধীনতার ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করতে না পারলে আবার দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এড. মোহাম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক এড. এ.এইচ. এম জিয়াউদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এডহক কমিটির সদস্য এড. মুজিবুল হক, এড. ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল, এড. আবু মোহাম্মদ হাশেম, এড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, এড. আলী আশ্রাফ, এড. আবদুল্লাহ আল মামুন, এড. এস.এম অহিদ উল্লাহ, এড. মো. নজুরুল ইসলাম, এড. মো. মনজুরুল আলম চৌধুরী, এড. মাহমুদ-উল-আলম মারুফ, এড. ফাতেমা নার্গিস হেলেন, এড. জোহরা সুলতানা মুনিয়া, এড.আবু নাসের রায়হান প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, বিজয়ের এই সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আইনজীবী মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবি রাখে। তিন বলেন, জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করতে পারলে শুধু তারাই গৌরবান্বিত হবেন না, পুরো জাতিই গৌরবান্বিত হবে। তাদের অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারনা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ হবেন এই প্রত্যাশা রইল।

বারা কাউন্সিলের সাবেক সদস্য এড. হোসেন চৌধুরী বাবুল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি যে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিজয় দিবসের ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে ষোল জন আইনজীবী মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধিত মুক্তিযোদ্ধাগণ হলেন-ব্যারিস্টার আমিনুল হক, এড. আনোয়ারুল কবির চৌধুরী, এড. আবু মোহাম্মদ হাসেম, এড. রানাদাশ গুপ্ত, এড. মির্জা কচির উদ্দিন আহমেদ, এড. মোহাম্মদ আলী, এড. ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল, এড. এইচ.এস.এম কামরুল ইসলাম চৌধুরী, এড. স্বপন কৃষ্ণ বিশ্বাস, এড. আলী আশ্রাফ চৌধুরী, এড. মো. ফখরুদ্দিন

চৌধরী, এড. সৈয়দ জহির হোসেন, এড. মো. মাফুজুর রহমান খান, এড. মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া, এড. মো. আজিজ উদ্দিন (হায়দার), এড. মো. রফিকুল ইসলাম।
অনুষ্ঠান শেষে সংবর্ধিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করেন প্রধান অতিথি সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩